আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে শুক্র থেকে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ

সূরা হজ্জ আয়াত ৫

يَاَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ

হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিহান হও,

فَإِنَّا خَلَقْنٰكُم مِّن تُرَابٍ

তবে (তোমরা ভেবে দেখো) নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা হতে

ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ

তারপর শুক্র হতে

ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ

তারপর 'আলাকা' হতে

ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশত পিন্ড হতে

لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ

তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য

وَنُقِرُّ فِى الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى

আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিতি রাখি,

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

তারপর আমি তোমাদেরকে শিশু রূপে বের করি

ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ

পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও

وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ

তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু ঘটানো হয়

وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

এবং তোমাদের মধ্যে কেহকে কেহকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম (বার্ধক্য) বয়সে

لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

যার ফলে তারা যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে তাদের সজ্ঞান থাকে না

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً

তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক

فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ

অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে

اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়

وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ

এবং উদ্গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।

বুখারী ৩৩৩২

‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। সত্যবাদী-সত্যনিষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান স্বীয় মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমা রাখা হয়। অতঃপর অনুরূপভাবে (চল্লিশ দিনে) তা আলাকারূপে পরিণত হয়। অতঃপর অনুরূপভাবে (চল্লিশ দিনে) তা গোশ্তের টুকরার রূপ লাভ করে। অতঃপর আল্লাহ তার নিকট চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে লিখে দেন। অুঃপর তার ‘ধামল, তার মৃত্যু, তার রুজী এবং সে সৎ কিংবা অসৎ তা লিখা হয়। অতঃপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। এক ব্যক্তি একজন জাহান্নামীর ‘আমলের মত ‘আমল করতে থাকে এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে এক হাতের তফাৎ রয়ে যায়, এমন সময় তার ভাগ্যের লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতবাসীদের ‘আমলের মত ‘আমল করে থাকে। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি (প্রথম হতেই) জান্নাতবাসীদের ‘আমলের মত ‘আমল করতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাতের ব্যবধান রয়ে যায়। এমন সময় তার ভাগ্য লিখন অগ্রগামী হয়।। তখন সে জাহান্নামবাসীদের ‘আমলের অনুরূপ ‘আমল করে থাকে এবং ফলে সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হয়।

عَلَقَةً **(আলাকা) শব্দের অর্থ:** সংযুক্ত, ঝুলন্ত, রক্ত, রক্তপিন্ড ইত্যাদি। তাফসীর কারকগণ ইহার অর্থ রক্তপিন্ড করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক জীব-বিজ্ঞানীগন মাতৃগর্ভে মনুষ্য ভ্রূণের ক্রমবিকাশের বর্ণনায় বলেন যে, পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বানু মিলিত হইয়া মাতৃগর্ভে যে ভ্রূনের সৃষ্টি হয় তাহা গর্ভধারণের পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসে জরায়ু গাত্রে সংলগ্ন হইয়া পড়ে এবং ওই সম্পৃক্তি সংঘটিত না হইলে গর্ভধান স্থায়ী হয় না। এই কারণে বর্তমান "আলাক" শব্দের অনুবাদ করা হয়। এমন কিছু যাহা লাগিয়া থাকে। (পৃষ্ঠা: ৫২৯ আল কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

সুরা ২৩ মুমিনুন আয়াত ১২, ১৩, ১৪

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ

আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে। (২৩:১৪)

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। (২৩:১৩)

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিন্ডে

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

অতঃপর রক্তপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا

এবং মাংসপিন্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে;

فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا

অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস দ্বারা;

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

অতএব নিপুণতম স্রষ্টা আল্লাহ কত কল্যাণময়! (২৩:১৪)

সূরা ৩৫ ফাতির আয়াত ১১

وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে; অতঃপর শুক্র বিন্দু হতে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল! আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভ ধারণ করেনা এবং প্রসবও করেনা; কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয়না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয়না। কিন্তু তাতো রয়েছে কিতাবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

সূরা ৪০ মু'মিন আয়াত ৬৭

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, পরে শুক্র বিন্দু হতে, তারপর তাদেরকে বের করেন শিশু রূপে, অতঃপর তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং এটা এ জন্য যে, তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

সূরা ৭৫ কিয়ামাহ আয়াত ৩৬ থেকে ৪০

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى

সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিলনা?

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ

অতঃপর সে রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন।

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী।

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ

তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, মৃত্যুর পর আল্লাহ আমাদেরকে পুনরায় জীব দান করবেন এবং পৃথিবীতে যা কিছু করেছি হিসাব নেবেন. পরিণামে জান্নাত অথবা জাহান্নাম। আসুন, আমরা আল্লাহর পথে জীবন যাপন করি।

আমীন

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ